কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষাকোর্স লেভেল-০১ (১২তম ব্যাচ)

লেকচারশীট-৫

বিষয়: জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী উৎস ও নীতিমালার পর্যালোচনা

জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালা জানার গুরুত্ব

- কোনটি সঠিক? জ্ঞানের উৎসের তালিকায় ভুল থাকলে-
  - ১. সঠিক জ্ঞান অর্জিত হবে   ২. অবশ্যই ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে
  - ৩. ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে   ৪. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক? জ্ঞানের উৎসের তালিকায় ভুল থাকলে জ্ঞান অর্জনের নীতিমালায়-
  - ১. ভুল থাকবে   ২. ভুল থাকবে না
  - ৩. অবশ্যই ভুল থাকবে   ৪. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক? জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল থাকলে-
  - ১. সঠিক জ্ঞান অর্জিত হবে   ২. ভুল জ্ঞান অর্জিত হতে পারে
  - ৩. ব্যাপকভাবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে   ৪. বলা কঠিন
- মুসলিম জাতির বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ কী?

  মূল শিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়া
- কুরআন অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও ইসলামের মূল শিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়ার কারণ কোনটি?
  - ১. কুরআন বুঝতে পারার ন্যায় একজন ব্যক্তিও মুসলিম বিশ্বে না থাকা
  - ২. পুরো কুরআন কোনো মুসলমান পড়ে নাই
  - ৩. কুরআনের অনেক মূল তথ্য সকল মুসলমান ভুলে গেছে
  - ৪. গভীর ষড়যন্ত্র করে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে মুসলিমদের দূরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে
- ইসলামী শিক্ষায় ভুল ঢুকানো এবং তা স্হায়ী করার জন্যে ষড়যন্ত্রকারীরা যে ৯টি স্তরে কাজ করেছে তার প্রথম স্তরটি কী?

  ইসলামী জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া
- ইসলামী শিক্ষায় ভুল ঢুকানো এবং তা স্হায়ী করার জন্যে ষড়যন্ত্রকারীরা যে ৯টি স্তরে কাজ করেছে সেগুলো কী কী?

১. ইসলামী জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া

↓

২. কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর ব্যবস্থা করা

↓

৩. সুন্নাহর জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর ব্যবস্থা করা

↓

৪. কুরআনের চেয়ে হাদীসকে বেশি গুরুত্ব দেয়ার ব্যবস্থা করা

↓

৫. অভিনব পদ্ধতিতে ভুল তথ্য তৈরি করা

৬. ভুল তথ্যগুলো ফিকাহ শাস্ত্র ও মাদ্রাসার সিলেবাসে ঢুকিয়ে ব্যাপক প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ব্যবস্থা করা

↓

৭. মাদ্রাসায় সরাসরি কুরআন ও হাদীস পড়ানোর পরিবর্তে ফিকাহশাস্ত্র পড়িয়ে ইসলাম শিখতে বাধ্য ও উৎসাহিত করা

↓

৮. ফিকাহশাস্ত্রের সংস্করণ বন্ধ করে ঢুকিয়ে দেয়া মিথ্যা কথাগুলোর সংস্কারের পথ বন্ধ করা

↓

৯. মিথ্যা বা ভুল তথ্যগুলো মুসলিমদের বিনা দ্বিধায় গ্রহন করানোর জন্য অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) চালু করা

জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী উৎসের পর্যালোচনা

- সঠিক না ভুল? জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী উৎসসমূহ হলো-

  ১. কুরআন ২. হাদীস ৩. ইজমা ৪. কিয়াস

- কোনটি সঠিক? বর্তমানে, উল্লেখিত ৪টি বিষয়কে জ্ঞান অর্জনের উৎস হিসেবে বিশ্বাস করা মুসলিমের সংখ্যা-

  ১. ৫% ২. ৫০% ৩. প্রায় ১০০% ৪. ১০০% ৫. বলা কঠিন

- কিয়াসের সংজ্ঞা হলো-

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় নেই এমন বিষয়ে, কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে, যে কোনো যুগের একজন বিচক্ষণ (হিকমাহধারী/ফকীহ /মণীষী) ব্যক্তির উৎকর্ষিত Common sense ব্যবহার করে পরিচালনা করা গবেষণার ফল। অর্থাৎ কিয়াস হলো- ইসলামী বিষয়ে একজন বিচক্ষণ (হিকমাধারী/ফকীহ/মণীষী) ব্যক্তির গবেষণার ফল। কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞাণিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনীর শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস Common sense (আকল/বিবেক/বোধশক্তি) উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তি কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞাণিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনীর শিক্ষার মাধ্যমে উৎকর্ষিত Common sense (আকল/বিবেক /বোধশক্তি)-এর উন্নত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

- আর ইজমা হলো-

  ইসলামী বিষয়ে মণীষীদের সামষ্টিক গবেষণার ফল

➢ ফিকাহশাস্ত্র হলো-

মণীষীদের গবেষণার ফল (ইজমা ও কিয়াস) ধারণকারী গ্রন্থ

<u>কিয়াস ও ইজমা উৎস হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা</u>

➢ কোনটি সঠিক? একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস-

১. হতে পারে ২. হতে পারে না ৩. অবশ্যই হতে পারে না ৪. বলা কঠিন

➢ তাহলে কোনটি সঠিক?কিয়াস বা ইজমা (একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল) জ্ঞানের উৎস-

১. হতে পারে ২. হতে পারে না ৩. অবশ্যই হতে পারে না ৪. বলা কঠিন

➢ কোনটি সঠিক? বিচক্ষণ ব্যক্তিদের একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল (কিয়াস বা ইজমা)-

১. কোনো মূল্য পাবে না ২. জ্ঞানের উৎস হিসেবে মূল্য পাবে

৩. রিফারেন্স (তথ্যসূত্র) হিসেবে মূল্য পাবে ৪. বলা কঠিন

জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার পর্যালোচনা

❖ জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী উৎসসমূহ হলো-

১. কুরআন ২. হাদীস ৩. ইজমা ৪. কিয়াস

➢ কোনটি সঠিক?

ইসলামী জ্ঞানের উৎসের প্রচলিত তালিকায় থাকা উৎসগুলোর ক্রমিক নাম্বার দেখলে মনে হয় প্রচলিত ইসলামী শিক্ষায়-

১. কুরআন ও হাদীসকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সরাসরি শিখানো হয়

২. ইজমা ও কিয়াস ধারণকারী গ্রন্থকে (ফিকাহ) অধিক গুরুত্ব দিয়ে সরাসরি শিখানো হয়

৩. বলা কঠিন

প্রকৃত অবস্থা তা মোটেই নয়। এটি সেই প্রবাদ বাক্যের অনুরূপ বিষয়- কাজীর গরু খাতায় আছে কিন্তু গোয়ালে নেই। এ কথার প্রমাণ-

✚ প্রমাণ-১

প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের

✚ তথ্য-১.১

এমনি (ইসলামের প্রসারের) যুগসন্ধিক্ষণে, তাবেয়ী যুগের শেষ দিকে সত্যের পুঁজারী আলেম সম্প্রদায়ের জামায়াত কুরআন ও সুন্নাহকে সামনে রেখে তাদের মূলনীতি অনুসরণ করে এমন আইনশাস্ত্র প্রনয়ণ করলেন যা- সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্হায়, সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম। এটাই আজ দুনিয়ার বুকে ফিকহে ইসলামী নামে সুপ্রতিষ্ঠিত।(আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১০; মাদ্রাসার ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্যবই।

এবং শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৫। মাদ্রাসার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যবই)

মূল লেখক:

১. আল-মুখতাসারুল কুদুরী: মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আল-কুদুরি। জন্ম- ৩৬২ হি:, মৃত্যু-৪২৮ হি:

২. শরহে বেকায়া: উবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। মৃত্যু- ৬৮০/৭৪৫/৭৪৭ হি:

➢ কোনটি সঠিক?সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্হায় সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে-

১. ফিকাহশাস্ত্র ২. শুধুমাত্র কুরআন ৩. অন্য কোনো গ্রন্থ ৪. বলা কঠিন

❖ প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের তথ্য-১.২

... ... (বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকা) অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে সৎপথের সন্ধান করতে চাইলে সৎপথ পাওয়ার চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফকীহগণের এ বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তারা সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ফিকাহশাস্ত্র সম্পাদনা করেছেন। এখন কুরআন সুন্নাহর আইন বলতে ফিকাহশাস্ত্রকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

(আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুন:মুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১০; কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই।

এবং শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৬। কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

তাই এ দু'টি বক্তব্যের মাধ্যমে ফিকাহগ্রন্থকে কুরআনের সমতূল্য গ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে

➢ কোনটি সঠিক? ফিকাহগ্রন্থকে কুরআনের সমপর্যায়ের গ্রন্থ বলায়-

১. কোনো গুনাহ হবে না　　২. ছোট গুনাহ হবে

৩. শিরকের গুনাহ হবে　　৪. বলা কঠিন

➢ কোনটি সঠিক?এ কথা ইসলামের -

১. প্রকৃত মণীষীগণের　　২. গোয়েন্দা মণীষীদের

৩. অবশ্যই গোয়েন্দা মণীষীদের　　৫. বলা কঠিন

<u>এ কথা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হওয়ার প্রমাণ</u>

❖ কুরআন

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ

অনুবাদ: এটি (কুরআন) সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ (ভুল) নেই।(বাকারা/২ : ২)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقَانِ ج

অনুবাদ: রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথ নির্দেশ (জ্ঞানের উৎস)। যা স্পষ্ট বাণী ধারণকারী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। (বাকারা/২ : ১৮৫)

❖ হাদীস

হাদীস-১

মালেক ইবনে আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- আমি তোমাদের জন্যে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতদিন তোমরা তা ধরে থাকবে ততোদিন বিপথগামী হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।　(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হাদীস নং ১৫৯৪)

হাদীস-২

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি- সাবধান! অচিরেই মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে পড়বে। জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! তা হতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন- আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎকালের খবর বিদ্যমান।

তাতে রয়েছে তোমাদের জন্যে উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ। কুরআন সত্য ও অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী ... ...(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: আস-সুনান তিরমিযি, হাদীস নং ২৯০৬)

প্রমাণ-২

প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের

তথ্য-২

... ... (বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকা) অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে সৎপথের সন্ধান করতে চাইলে সৎপথ পাওয়ার চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফকীহগণের এ বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তারা সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ফিকাহশাস্ত্র সম্পাদনা করেছেন।

এখন কুরআন সুন্নাহর আইন বলতে ফিকাহশাস্ত্রকেই বুঝানো হয়ে থাকে। (আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুন:মুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১০; কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই। এবং শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৬। কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

এ কথার বর্তমান রূপ- কুরআন বুঝতে গেলে গোমরাহ হয়ে যেতে হবে

প্রচলিত মতে কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য যে সকল বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে-

কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, মান্না' আল কাত্তান, পৃষ্ঠা- ৩২১

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা সম্পন্ন হওয়া

২. প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া

৩. ইলমুল তাওহীদ জানা

৪. ইলমুল আকায়েদ জানা

৫. কুরআনের ব্যাখ্যা প্রথমত কুরআন দিয়ে করা

৬. এরপর কুরআনের ব্যাখ্যা হাদিসে খোঁজ করা, কারন তা কুরআনের সরাসরি ব্যাখ্যা

৭. এরপর সুন্নাহয় ব্যাখ্যা না পেলে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা খোঁজা

৮. কুরআন সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা না পেলে তাবেয়ীদের বক্তব্য দেখা

৯. আরবী ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত হওয়া

১০. ইসলামী আইনতত্ত্ব (ফিকহ) জানা

১১. কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট জানা

১২. নাসিখ-মানসুখ জানা

১৩. মুহকাম মুতাশাবেহাহ জানা

১৪. ইলমুল ক্বিরাত জানা

১৫. কুরআনের সাথে সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান জানা

১৬. একটি অর্থকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দান ও একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থ বিশ্লেষণ করে বের করার মত সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের মূলনীতি

(আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ,

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা নং ২৩৭)

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের নামের মধ্যে রয়েছে তাদের মূলনীতি। আর তা হলো সুন্নাত ও আল-জামা'য়াত। আকীদার বিষয়ে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের' মূলনীতি হলো-

১. হুবহু সুন্নাতের (প্রচলিত সহীহ হাদীস) অনুসরণ করা

২. সুন্নাতের (প্রচলিত সহীহ হাদীস) অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কিছুই না বলা

৩. আল জামা'য়াত তথা সাহাবী এবং তাঁদের মূলধারার তাবে'য়ী ও তাবে-তাবে'য়ীগণের অনুসরণ করা

৪. উম্মতের ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা।

এ কথা (আরবী ভাষা ও গ্রামারসহ বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকা অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে সৎপথের সন্ধান করতে চাইলে সৎপথ পাওয়ার চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে) কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হওয়ার প্রমাণ।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

অনুবাদ: আমি কুরআনকে, শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সহজ করেছি। তাই, (কুরআন) শিক্ষার জন্য কেউ আছো কী?(ক্বামার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

فَاِنَّمَا يَسَّرْنهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

অনুবাদ: আর একে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় (আরবী ভাষায়) সহজ করা হয়েছে যেন সকলে তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (দোখান/৪৪ : ৫৮)

فَاِنَّمَا يَسَّرْنهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَ تُنْذِرَبِه قَوْمًا لُّدًّا

অনুবাদ: অতএব একে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় সহজ করা হয়েছে যেন আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের সুসংবাদ দিতে এবং কলহকারীদের সতর্ক করতে পার। (মরিয়ম/১৯ : ৯৭)

হাদীস

ইমাম বুখারী (রহ.), আবু হুরায়রা (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুস সালাম বিন মুতাহহার থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন- আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- নিশ্চয় দ্বীন একটি সহজ বিষয়। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে কাঠিন্য (কড়াকড়ি বা বাড়াবাড়ি) করে-দ্বীন তাকে পরাজিত করে দেয়। অতএব তোমরা সহজ পন্থায় বেশী বেশী আমল করো এবং সত্যের কাছাকাছি থেকো … … …

হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ সহীহ আল-বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.), كِتَابُ الإِيمَانِ(ঈমান অধ্যায়), بَابٌ: الدِّينُ يُسْرٌ (দ্বীন সহজ পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৩৯, পৃ. ১৬।

প্রমাণ-৩

প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের

তথ্য-৩

ইমাম মালেক (রহ.) নিজ ভাগ্নে আবু বকর ও ইসমাইল (রহ.) কে বলেন- আমি দেখছি যে, হাদীস চর্চার প্রতি তোমাদের আগ্রহ অধিক। তবে যদি কল্যাণ চাও তবে তোমরা হাদীসের রেওয়ায়েত কম কর এবং ইলমে ফিকহ বেশি অর্জন কর। (আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুন:মুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১১)

এ বক্তব্যের মাধ্যমে বর্তমানে হাদীস সরাসরি অধ্যয়ন না করে ফিকাহগ্রন্থ অধ্যয়ন করলে চলবে, এমন ধারণা দেয়া হয়েছে

- কোনটি সঠিক?এ কথা ইসলামের -

১. প্রকৃত মণীষীগণের	২. গোয়েন্দা মণীষীদের
৩. অবশ্যই গোয়েন্দা মণীষীদের	৫. বলা কঠিন

এ কথা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হওয়ার প্রমাণ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

অনুবাদ: আর তোমার প্রতি যিকির (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যম) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পার যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। (নাহল/১৬ : ৪৪)

وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُو.

অনুবাদ: রাসূল (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে) যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো। (হাশর/৫৯ : ৭)

হাদীস

মালেক ইবনে আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- আমি তোমাদের জন্যে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতোদিন তোমরা তা ধরে থাকবে ততোদিন বিপথগামী হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হাদীস নং ১৫৯৪)

প্রমাণ-৪

প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের

তথ্য-৪

১ম ও ২য় যুগের মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ) এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রহিয়াছে। ... ... অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ জ্ঞাত বিষয়কে জানার চেষ্টা করিয়া সময় ও শক্তির অপচয় ব্যতীত অন্যকিছু হইবে না। (হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুন:মুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫২, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)মূল লেখক: বোরহান উদ্দিন আল মারগানানী। জন্ম- ৫১১ হি:, মৃত্যু-৫৯৩ হি:।

এ বক্তব্যের মাধ্যমে বর্তমানে কুরআন গবেষণা বন্ধ করে দিয়ে অতীতের মণীষীদের গবেষণার তথ্য ধারণকারী গ্রন্থকে (ফিকাহগ্রন্থ) অধ্যয়ন করতে বলা হয়েছে

➢ কোনটি সঠিক?এ কথা ইসলামের -

১. প্রকৃত মণীষীগণের　　　　　　২. গোয়েন্দা মণীষীদের

৩. অবশ্যই গোয়েন্দা মণীষীদের　　　৫. বলা কঠিন

এ কথা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হওয়ার প্রমাণ

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَاَ.

অনুবাদ: তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, না তাদের মনে তালা পড়ে গিয়েছে?

(মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ .

অনুবাদ: তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলো- এ দু'টির মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা এবং তাদের ক্ষতি অনেক বেশি- উপকারিতার চেয়ে; আর তারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করে যে, তারা আল্লাহর পথে কী ব্যয় করবে? বলে দাও- (প্রয়োজনের) অতিরিক্ত যা থাকে। এভাবে আল্লাহ আয়াতের মাধ্যমে (কোনো জিনিসের মূল বিষয়) তোমাদের নিকট স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা (তার সকল কল্যাণকর ও ক্ষতিকর দিক বের করতে এবং তার মাধ্যমে মানব সভ্যতার কল্যাণ সাধনের জন্য) গবেষণা করতে পারো।(বাকারা/২ : ২১৯)

কুরআনের কিছু আয়াতের অতীত এবং বর্তমান কালের অর্থ ও ব্যাখ্যার নমুনা-

নমুনা-১

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .

সরল অনুবাদ: (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে।(আলাক/৯৬ : ২)

প্রায় সব অনুবাদে লেখা অর্থ: (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে।

আমরা অনুবাদ যেভাবে করেছি: (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' (কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু) থেকে।

আলাকা

আলাকা

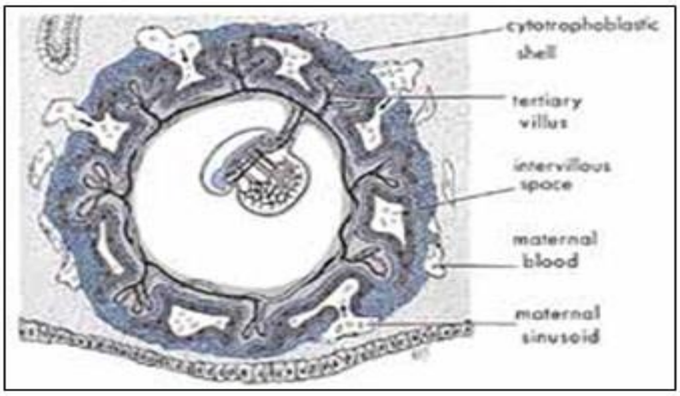

নমুনা-২

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

সরল অনুবাদ: অত:পর কেউ অনু পরিমাণ সৎকাজ করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অনু পরিমাণ মন্দ কাজ করে থাকলে সেও তা দেখতে পাবে। (যিলযাল/৯৯: ৬-৭)

দুনিয়ায় কেউ অনু পরিমাণ সৎকাজ (নেক আমল) করে থাকলে পরকালে পুরস্কার পাওয়ার মাধ্যমে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অনু পরিমাণ মন্দ কাজ (গুনাহ) করে থাকলেও শাস্তি পাওয়ার মাধ্যমে সে তা দেখতে পাবে। আর এ ব্যাখ্যার আলোকে দেয়া সিদ্ধান্ত- পরকালে কোনো মু'মিন ব্যক্তির আমলনামায় কিছু নেক আমল এবং কিছু গুনাহ থাকলে গুনাহর জন্য তাকে প্রথমে কিছুকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। অত:পর নেক আমলের জন্য সে অনন্তকালের জন্য বেহেশত পেয়ে যাবে। আর এ আয়াত দু'খানিকে মু'মিন ব্যক্তির চিরকাল জাহান্নামে না থাকার পক্ষে আল কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ধরা হয়েছে। (তথ্য সূত্র-আকাইদুন নাসাফীয়াহ, আল-বারাকা প্রিন্টার্স, প্রকাশক মুহাম্মাদ বিন আমিন, পৃষ্ঠা-১২৭। ইমাম নাসাফীর জন্ম ৪৬১ হিজরীতে ইরাকের নাসাফ নামক স্হানে এবং মৃত্যু ৫৩৭ হিজরীতে)।

পূর্বের যুগে ঐ ব্যাখ্যা করার কারণ: ভিডিও রেকর্ডিং সম্বন্ধে ধারণা না থাকা।

আয়াত দু'খানির বর্তমান যুগের ব্যাখ্যা-

ফেরেশতাগণ মানুষের সকল কাজ ভিডিও বা আরো উন্নত মানের যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড করে সংরক্ষণ করছেন। মানুষের দুনিয়ায় কৃত অনু পরিমাণ নেকী বা গুনাহর ঐ রেকর্ড, প্রমাণ হিসেবে দেখানোর মাধ্যমে শেষ বিচারের দিন বিচার কার্য সম্পাদন করা হবে ।

নমুনা-৩

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً ط وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ .

সরল অনুবাদ: তিনিই তোমাদের মাটি হতে (মাটির মৌলিক উপাদান হতে) সৃষ্টি করেছেন। অত:পর আয়ুর একটি (অনির্দিষ্ট) মেয়াদ ফয়সালা করেছেন। আর আয়ুর একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদও তাঁর নিকট আছে। এরপরেও তোমরা সন্দেহে আছো?(আনআম/৬: ২)

অতীতের ব্যাখ্যামূলক অর্থ:

তিনিই তোমাদের মাটি হতে (মাটির মৌলিক উপাদান হতে) সৃষ্টি করেছেন। অত:পর আয়ুর একটি মেয়াদ ফয়সালা করেছেন। আর কিয়ামতের সময় তাঁর নিকট নির্দিষ্ট আছে। এরপরেও তোমরা সন্দেহে আছো ।

বর্তমান যুগের ব্যাখ্যামূলক অর্থ: তিনিই তোমাদের মাটি হতে (মাটির মৌলিক উপাদান হতে) সৃষ্টি করেছেন।

অত:পর আয়ুর একটি অনির্দিষ্ট মেয়াদ ফয়সালা করেছেন। আর বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময়ও তাঁর নিকট আছে। এরপরেও তোমরা সন্দেহে আছো?

প্রমাণ-৫

প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের

তথ্য-৫

'মাযহাবের ইমামগণ কোরআন ও সুন্নাহের কোনো স্থানের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কি মাসয়ালা বা কি আইন রচনা করিলেন তাহা সম্যকরূপে অবগত না হইয়া আমাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ হইতে মাসয়ালা বাহির করা বা ব্যাখ্যা করা আদৌ বৈধ হইবে না। অতএব ফিকাহ শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞানার্জনের পর কুরআন ও সুন্নাহ অনুশীলন করা উচিত'। (আল-মুখতাসারুল কুদুরী, সপ্তম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৯, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

➢ কোনটি সঠিক?এ কথা-

১. কল্যাণকর ২. ক্ষতিকর ৩. ভীষণ ক্ষতিকর ৪. বলা কঠিন

কিভাবে?

➢ কোনটি সঠিক?এ কথা ইসলামের -

১. প্রকৃত মণীষীগণের ২. গোয়েন্দা মণীষীদের ৩. অবশ্যই গোয়েন্দা মণীষীদের ৫. বলা কঠিন

এ কথা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হওয়ার প্রমাণ

চিকিৎসা বিজ্ঞান

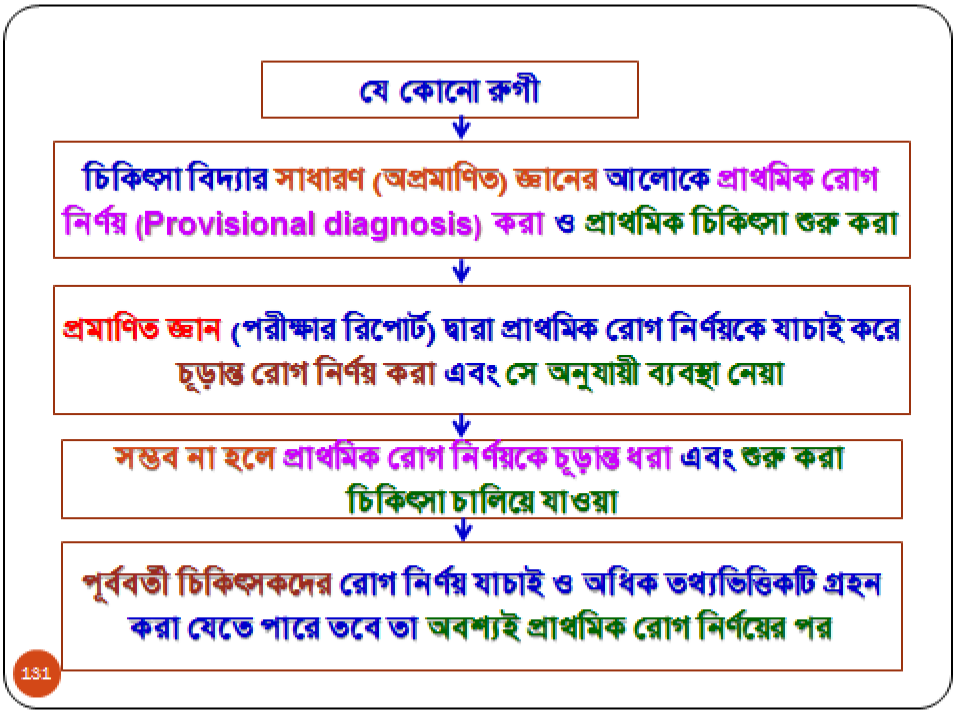

কুরআন

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ: তোমরা যদি না জানো (না জানতে/না বুঝতে পারো) তবে আল্লাহর কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মণীষী/ফকিহ) নিকট জিজ্ঞাসা করো। (আম্বিয়া/২১ : ৭, নাহল/১৬ : ৪৩)

❖ হাদীস

আমর বিন শুআ’ইব থেকে, তিনি তার বাবা (মুহাম্মাদ) থেকে, তিনি তার দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ’স রা.) থেকে, তিনি বলেন যে- রাসূল (সা.) একবার কিছু লোককে কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ করতে দেখলেন। তখন রাসূল (সা.) বললেন- এই মতবিরোধের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তি লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ দ্বারা আরেকটি অংশকে বাতিল করেছিলো অথচ আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক। সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশকে আরেকটি অংশ দ্বারা বাতিল করো না। আল্লাহ্‌র কিতাবের যা তোমাদের বুঝে আসে তা তোমরা বলো। আর যা তোমাদের বুঝে আসে না, যিনি বুঝেন (মণীষী/ বিশেষজ্ঞ) তার উপর সেটি ছেড়ে দাও।
(আল মাকতাবাতুশ শামেলা, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং- ৬৭৪১, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ্‌, লেবানন, বৈরুত, ২০১১)

প্রমাণ-৬

প্রচলিত ফিকাহ্‌গ্রন্থের

তথ্য-৬

৭ম স্তরের (ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের চেয়ে নিম্ন মানের) আলেমগণের কোনো মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নাই। ভালো-মন্দের পার্থক্য করার মত যোগ্যতা তাঁদের নাই।
তাঁহারা শুধু মাসয়ালা শিক্ষা করিয়া থাকেন। (কুরআন, হাদীস গবেষণা করে) ফতোয়া (সিদ্ধান্ত) দেয়া তাদের জন্য জায়েয নাই। তাঁহারা শুধু (প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্র মুখস্থ করে) ইতিহাসের মতো মাসয়ালা বর্ণনা করিতে পারিবেন। (হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫২। ফাজিল ক্লাসের পাঠ্য বই এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, পৃ-২৩)
এ বক্তব্যের মাধ্যমে অন্ধঅনুসরণকে বাধ্যতামূলক (ফরজ) করা হয়েছে

- ‘মুফতি’ কাকে বলে?

ফিকাহশাস্ত্র মুখস্থ থাকা ব্যক্তি

- কোনটি সঠিক?এ কথা ইসলামের -

১. প্রকৃত মণীষীগণের　　　২. গোয়েন্দা মণীষীদের
৩. অবশ্যই গোয়েন্দা মণীষীদের　　　৫. বলা কঠিন

<u>এ কথা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হওয়ার প্রমাণ</u>

- তথ্য-১

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ .

অনুবাদ: যখন তাদের বলা হয়- আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার (কুরআন) দিকে ও রাসূলের (সুন্নাহ) দিকে আস, তারা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।
তাদের পূর্বপুরুষগণ (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)? (মায়েদা/৫ : ১০৪)

- তথ্য-২

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ .

অনুবাদ: যখন তাদের বলা হয়- আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো; তখন তারা বলে- আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যে রীতি-নীতির উপর পেয়েছি আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো। তাদের পূর্ব-পুরুষেরা

Common sense ব্যবহার করে বুঝতে না পারার দরুণ সঠিক পথ না পেয়ে থাকলেও (কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)? (বাকারা/২ : ১৭০)

❖ হাদীস

হাদীস-১

আবু বকর (রা.) বলেন- রাসূল (সা.) কুরবানির দিন আমাদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে বললেন... ... ... অত:পর বললেন- উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।... ... ... (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১৭৪১)

❖ হাদীস-২

যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন যে আমার বাণী শোনার পর তা স্মরণ রাখে এবং (মূল বক্তব্য সঠিক রেখে) অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। ... ... (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বায়হাকী, হাদিস নং-১৭৩৬; তিরমিযি,হাদিস নং-২৫৯৩)

➢ তাহলে কোনটি সঠিক? প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রের বক্তব্য বা তথ্য-

১. সবগুলো ইসলামের প্রকৃত মণীষীদের ২. কিছু গোয়েন্দা মণীষীদের

৩. অনেকগুলো গোয়েন্দা মণীষীদের ৪. অধিকাংশ গোয়েন্দা মণীষীদের

৫. বলা কঠিন

প্রমাণ-৭

প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের

তথ্য-৭

বস্তুত দ্বীনি ইলম ব্যতীত যত ইলম আছে তা সবই আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক।

এ মর্মে আল্লামা রুমির এ শেরটি প্রণিধানযোগ্য-

عِلمِ دِین فِقہَ اسْت و تفسیر و حد یث . ھَرکه خَواند غَیرازین کردد خبیث .

অর্থ: ইলমে দ্বীন হলো- ইলমে ফিক্‌হ, তাফসীর ও হাদীস। এগুলো ছাড়া যে অন্য কিছু অধ্যয়ন করবে সে আল্লাহ বিস্মৃত হতে বাধ্য।(পৃষ্ঠা নং ১৬, উসূলুশ শাশী, প্রকাশক আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশকাল ০৯. ১১. ২০০৪ ইং)

➢ কোনটি সঠিক?এ কথা ইসলামের -

১. প্রকৃত মণীষীগণের ২. গোয়েন্দা মণীষীদের ৩. অবশ্যই গোয়েন্দা মণীষীদের ৫. বলা কঠিন

প্রমাণ-৮

প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের

তথ্য-৮

فان اصول الفقه اربعة : كتاب الله تعالي و سنة رسوله و اجماع الامة و القياس- فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الاقسام ليعلم بذلك تخريج الاحكام

অর্থ: নিশ্চয় উসুলুল ফিকহ চারটি- আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ, ইজমায়ে উম্মত এবং কিয়াস। প্রত্যেকটি বিষয়ে উপরোক্ত চারটি মূলনীতির বাইরে শরীয়তের আহকাম বের করা ঠিক হবে না। উসূলুশ শাশী মূলগ্রন্থ, পৃ:-৫)

মূল লেখক:
ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (নিযামউদ্দিন শাশী নামে পরিচিত)। জন্ম- শাশ, সমরকন্দ, রাশিয়া। মৃত্যু-৩২৫ হি: (মিসরে)।

মাদ্রাসার পাঠ্যবই হিসেবে বাংলায় লেখা উসূলুশ শাশীতে তথ্যটি যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

ইসলামী বিধানের মূল বুনিয়াদ (উৎস) হল ৪টি- কুরআন, সুন্নাহ ,ইজমা ও কিয়াস। কিয়ামত অবধি ঘটমান সকল সমস্যার সমাধান এ ৪টি থেকে বের করতে হবে। এর বাইরে ব্যক্তিগত জ্ঞান-গরিমা বা মেধার আলোকে (গবেষণা করে) যে যতই সুন্দর সুষ্ঠ সমাধান বের করবে ইসলামে তার কোনো মূল্য নেই।
(পেশ কালাম, উসূলুশ শাশী, প্রকাশক-আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশ কাল-০৯.১১.২০০৪)।

➢ কোনটি সঠিক?এ কথা-

১. ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণের　　২. গোয়েন্দা মণীষীদের
৩. অবশ্যই গোয়েন্দা মণীষীদের　　৫. বলা কঠিন

প্রমাণ-৯
প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের
তথ্য-৯

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের স্মরণিকার তথ্য-
৪র্থ ও ৫ম যুগের (হিজরী সপ্তম শতকের পূর্বের) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরী করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে।
অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ সে যুগের কিতাব সমূহে নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই।
(ফিকহে হানাফির ইতিহাস ও দর্শন, স্মরণিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯, প্রকাশক ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান)

এ বক্তব্যের অর্থ হলো- অতীতের মণীষীগণ গবেষণা করে যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে গিয়েছেন সে সকল বিষয়ে আর গবেষণা করা যাবে না। Settled issue নিয়ে গবেষণা করা যাবে না।

➢ কোনটি সঠিক? এ কথা-

১. কল্যাণকর ২. ক্ষতিকর ৩. ভীষণ ক্ষতিকর ৪. বলা কঠিন
কিভাবে?

প্রমাণ-১০
প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের
তথ্য-১০

➢ কোনটি সঠিক?

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলাম জানার জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো-
১. কুরআন ২. হাদীস ৩. বলা কঠিন

❖ এ তথ্যের প্রমাণ-

১. মাদ্রাসায় খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান জাকজমক সহকারে পালন করা হয় কিন্তু খতমে তাফসীরের কোনো অনুষ্ঠান হয় না
২. মাদ্রাসায় হাদীসের শিক্ষকের মর্যাদা কুরআনের শিক্ষকের মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি
৩. শায়খুল হাদীস অনেক আছে কিন্তু শায়খুত তাফসীর নেই বললেই চলে
৪. কুরআনের চেয়ে হাদীস ও ফিকহে অনেক বেশি শিক্ষার্থী উচ্চতর পড়াশুনা করে
৫. ইংরেজী ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ কামিল মাদ্রাসায় হাদীস বিভাগ আছে কিন্তু তাফসীর বিভাগ নেই
৬. সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমদের অন্য বিষয়ের (বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভুগোল, মাকছুদুল মু'মিনিন, ফাজায়েলে আমল ইত্যাদি) জ্ঞানের তূলনায় কুরআনের জ্ঞান ভীষনভাবে কম
৭. অসংখ্যা মুসলিম অর্থছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়েন কিন্তু হাদীস ও অন্যকোন কোনো গ্রন্হ অর্থছাড়া বা না বুঝে পড়েন না

➢ কোনটি সঠিক? ইসলাম জানার জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম কুরআন নয় হাদীস, এ কথা-

১. ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণের ২. গোয়েন্দা মণীষীদের

৩. অবশ্যই গোয়েন্দা মণীষীদের ৫. বলা কঠিন

প্রমাণ-১১

প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের

তথ্য-১১

➢ কোনটি সঠিক?'আহলে হাদীস' ও 'আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জাম'য়াত'-এর নাম থেকে কুরআন বাদ যাওয়ার-

১. বিরাট কারণ আছে ২. কোনো কারণ নেই

৩. কারণ থাকলেও থাকতে পারে ৪. বলা কঠিন

কি সেই কারণ?

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জাম'য়াতের মূলনীতি কী?

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের মূলনীতি
(আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ,
ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা নং ২৩৭)

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের নামের মধ্যে রয়েছে তাদের মূলনীতি। আর তা হলো সুন্নাত ও আল-জামা'য়াত।

আকীদার বিষয়ে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের' মূলনীতি হলো-

১. হুবহু সুন্নাতের (প্রচলিত সহীহ হাদীস) অনুসরণ করা

২. সুন্নাতের (প্রচলিত সহীহ হাদীস) অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কিছুই না বলা

৩. আল জামা'য়াত তথা সাহাবী এবং তাঁদের মূলধারার তাবে'য়ী ও তাবে-তাবে'য়ীগণের অনুসরণ করা

৪. উম্মতের ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা।

যে দলিলের ভিত্তিতে 'আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জাম'য়াত'-এর মূলনীতি থেকে কুরআনকে বাদ দেয়া হয়েছে-
আলী (রা.) যখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে তাদের (খারিজীদের) বুঝানোর জন্যে পাঠান তখন বলেন-

اِذْهَبْ إِلَيْهِمْ فَخَاصِمْهُمْ وَلاَ تَحَجَّهُمْ بِالْقُرانِ فَإِنَّهُ ذُوْ وُجُوْهٍ وَلكِنْ بِالسُّنَّةِ ... ... قَالَ يَا اَمِيْرَالْمُؤْمِنِنَ فَاَنَا اَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنْهُمْ فِىْ بُيُوْتِنَا نَزَلَ قَالَ صَدَقْتَ وَلكِنَّ الْقُرْاَنَ حَمَّالٌ ذُوْ وُجُوْهٍ نَقُوْلُ وَيَقُوْلُوْنَ وَلكِنْ حَاجِّهِمْ بِالسُّنَنِ فَاِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَحِيْصًا

অর্থ: তুমি যাও এবং তাদের সাথে আলোচনা কর। তাদের সাথে কুরআন নয়, সুন্নাত দিয়ে বিতর্ক করবে। কারণ, কুরআন বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। ... ... ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- হে আমিরুল মু'মিনীন ! কুরআনের জ্ঞান তাদের চেয়ে আমাদের বেশি। আমাদের বাড়িতেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আলী (রা.) বলেন- তুমি সত্য বলেছো। তবে কুরআন বিভিন্ন প্রকার অর্থ ও ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। আমরা কুরআনের কথা বলবো তারাও কুরআনের কথা বলবে। কিন্তু তুমি সুন্নাত দিয়ে বিতর্ক করলে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ, ড. খোন্দকার, আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা নং ২১৭; আস-সূয়ূতী, মিফতাহুল জান্নাত, পৃঃ ৫৯

- কোনটি সঠিক? সঠিক পথে থাকা ব্যক্তি হলো-
  - ১. কুরআন দ্বারা বিতর্ক করে জয়ী হওয়া ব্যক্তি ২. হাদীস দ্বারা বিতর্ক করে জয়ী হওয়া ব্যক্তি
  - ৩. ফিকহ দ্বারা বিতর্ক করে জয়ী হওয়া ব্যক্তি ৪. বলা কঠিন
- তাহলে কোনটি সঠিক? এ বক্তব্য-
  - ১. আলী (রা.)-এর বক্তব্য ২. অবশ্যই গোয়েন্দা মণীষীদের
  - ৩. গোয়েন্দা মণীষীদের মনে হয় ৪. বলা কঠিন

প্রমাণ

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি- সাবধান! অচিরেই মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে পড়বে। জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! তা হতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন- আল্লাহর কিতাব (কুরআন), যাতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎকালের খবর বিদ্যমান। তাতে রয়েছে তোমাদের জন্যে উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ। কুরআন সত্য ও অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে কুরআনের হিদায়েত ভিন্ন অন্য হেদায়েত সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর যিক'র এবং চিরসত্য পথ। কুরআন দ্বারা মন কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পড়ে না। তা থেকে আলেমগণের অন্বেষণ শেষ হয় না। বারবার পাঠ করলেও তা পুরানো হয় না। তার অভিনবত্বের শেষ হয় না। যখনই জীন জাতি তা শুনলো সাথে সাথে বললো- নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথের দিকে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম। যে কুরআন মোতাবেক কথা বললো সে সত্য বললো, যে তাতে আমল করলো সে সওয়াব পেল, যে তা মোতাবেক হুকুম করলো সে ন্যায়বিচার করলো, যে কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে। (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: আস-সুনান তিরমিযি, হাদীস নং ২৯০৬)

প্রমাণ-১২

- কোনটি সঠিক?পছন্দমত ফতোয়া না দেয়ার জন্য যারা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে জেলে ঢুকিয়ে বিষ প্রয়োগে হত্যা এবং অন্য ইমামগণকে নির্মম নির্যাতন করেছিল তারা ইমামগণের লেখনিকে-
  - ১. পরিবর্তন করেনি ২. পরিবর্তন করেছে
  - ৩. অবশ্যই পরিবর্তন করেছে ৪. বলা কঠিন

প্রমাণ-১৩

- কোনটি সঠিক?বাগদাদের পতনের পর মুসলিম বিশেষজ্ঞদের লেখা বই দজলা ও ফোরাত নদীতে ফেলে দেয়া এবং স্পেনের পতনের পর মুসলিমদের লাইব্রেরীগুলো পুড়িয়ে দেয়ার পেছনে-
  - ১. কোনো কারণ ছিল না ২. গভীর কারণ ছিল ৩. বলা কঠিন

কি সেই কারণ? সে কারণ হলো- মৌলিক ভুল তথ্য ঢুকিয়ে দিয়ে নতুন গ্রন্থ লিখে ইসলামের প্রকৃত মণীষীদের নামে চালিয়ে দেয়া

- তাহলে কোনটি সঠিক? এ সকল বক্তব্য বা তথ্য প্রমাণ করে প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রে উপস্থিত থাকা তথ্যগুলো-

    ১. সবগুলো ইসলামের প্রকৃত মণীষীদের ২. কিছু গোয়েন্দা মণীষীদের

    ৩. অনেকগুলো গোয়েন্দা মণীষীদের ৪. অধিকাংশ গোয়েন্দা মণীষীদের

    ৫. বলা কঠিন

নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার সারসংক্ষেপ

১. নতুন সমস্যা ভিন্ন ইসলামের সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে হবে প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন করে। সরাসরি কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করে নয়

২. সকল মূল বিষয়ে কিয়াস ও ইজমা বলতে বুঝাবে প্রাথমিক যুগের (তাবেয়ী ও তাবে-তাবেই যুগ) মণীষীদের কিয়াস ও ইজমা

৩. প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রে থাকা বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করা নিষেধ। তবে নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা নিষেধ নয়।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলাম সঠিকভাবে বুঝা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অপরকে বুঝানো তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!